না। (তারা এমন লোক) যারা ঈমান এনেছে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে” [ইউনুস: ৬২-৬৩]

এরপর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যারা জ্ঞানের দাবী করে, নিজেকে সৃষ্টির হেদায়াতকারী এবং শারীয়াহ সংরক্ষণকারী বলে বেড়ায় ওদের অধিকাংশের মতে, আল্লাহর ওলীদের রসুলের অনুসরণ ছেড়ে দেয়া জরুরী; রসুলদের অনুসারী ওলী না! অবশ্যই জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে; মুজাহিদও ওলী না! ঈমান ও তাক্বওয়া পরিহার করতে হবে; যে ঈমান তাক্বওয়ার যত্ন নেয় সেও ওলী না!

আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

ষষ্ঠ নীতি: সংশয় নিরসন, শয়তান কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে এটা প্রবর্তন করে। যাতে মানুষ কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে বিভিন্ন মতপার্থক্য ও খেয়াল খুশির অনুসরণ করে।

সংশয়— কুরআন ও সুন্নাহ পরিপূর্ণ মুজতাহিদ ছাড়া কেউ বোঝে না! আর মুজতাহিদ এই এই গুণের অধিকারী! এসব গুণ আবু বকর ও ‘উমরেরও رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ নাও থাকতে পারে! আর যদি কোন ব্যক্তি এমন গুণধারী না হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে এবং এটা তার জন্য একটি অপরিহার্য বাধ্যবাধকতা যার ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা অস্পষ্টতা নেই। কুরআন ও সুন্নাহ বুঝা অসাধ্য তাই কুরআন-সুন্নাহ থেকে হেদায়েত সন্ধানকারী হয় যিন্দিক অথবা উন্মাদ।

পরিশেষে সকল প্রশংসা ও মহিমা একমাত্র আল্লাহর। তিনি কত ভাবে

এ অভিশপ্ত সংশয় নিরসন করেছেন— শারয়ী, ক্বাদরী, সৃষ্টি ও নির্দেশ ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকে। এটা জনসাধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ জানে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (١١)

“ওদের অধিকাংশের জন্য (শাস্তির) বাণী অবধারিত, সুতরাং ওরা ঈমান আনবে না। (৭) আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, তাই ওরা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। (৮) আর আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের আবৃত করে রেখেছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না। (৯) তুমি ওদেরকে সতর্ক করো বা না করো, ওদের জন্য উভয়ই সমান; ওরা ঈমান আনবে না। (১০) তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পার যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও পরম করুণাময়কে ভয় করে। অতএব, তুমি তাকে ক্ষমা ও এক মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। (১১)” [ইয়াসিন: ৭-১১] এখানেই শেষ।

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর।
বিচার দিবস পর্যন্ত অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর।

সংগৃহীত: আদ-দুরারুস-সানিয়্যাহ ফীল-উজুবাতিন-নাজদিয়্যাহ

শাইখ
মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব
رَحِمَهُ ٱللَّهُ

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসুল, তাঁর পরিবার, সাহাবাগণ ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

অতপর, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন:

সবচেয়ে বিস্ময়কর ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অন্যতম যা আল-মালিক আল-গাল্লাবের ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে— ছয় নীতি যা আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ জনসাধারণের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। ভাবনার চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট, তবুও অল্প কজন ছাড়া বিশ্বের মেধাবী ও বিচক্ষণ আদম সন্তানদের অধিকাংশই এতে ভুল করে!

প্রথম নীতি: এক আল্লাহর নির্ভেজাল আনুগত্য করা; তাঁর সাথে শিরক করা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন এই নীতিকে বহু আঙ্গিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে, যা সমাজের বোকারাও বুঝতে সক্ষম।

এরপর উম্মাহর অধিকাংশে যা ঘটে— শয়তান নেককারদের অবমাননা ও তাদের অধিকার অবহেলাকে ইখলাস রূপে এবং আল্লাহর সাথে শিরককে নেককারদের ভালবাসা ও তাদের অনুসরণের প্রতিচ্ছবিতে উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয় নীতি: আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকার ও বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। এটা এমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। আমাদেরকে তিনি পূর্ববর্তীদের মতো হতে নিষেধ করেছেন, যারা বিভক্ত ছিল এবং মতপার্থক্য করে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا উল্লেখ করেন, তিনি মুসলিমদের দ্বীনের উপর

ঐক্যবদ্ধ হতে এবং এ ব্যাপারে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন। সুন্নায় এ বিস্ময়কর বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরবর্তীতে অবস্থা এমন হয় যে, দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত উভয় বিষয় বিভেদ আসল ইলম এবং ফিকহ বলে বিবেচিত! আর দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে যিন্দিক বা পাগল ছাড়া কেউ বলে না!

তৃতীয় নীতি: আমিরের কথা শোনা ও মানা মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকার পরিপূরক; যদিও সে হাবশি গোলাম হয়। আল্লাহ ব্যাখ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে যথেষ্ট সুপরিচিত, সুস্পষ্টরূপে এ বিষয়টি শারয়ী ও ক্বাদরী ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এরপরও জ্ঞানের দাবীদার অনেকের কাছে এ নীতি অজানা! তাহলে এ বিষয়ে আমল হবে কি করে!

চতুর্থ নীতি: ইলম ও আলেম, ফিকহ ও ফকিহ সম্পর্কে বর্ণনা; এবং যারা দেখতে তাঁদের মতো হলেও আসলে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত না। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এই নীতি সূরা বাকারার প্রথম দিকে বর্ণনা করেন। তাঁর বাণী থেকে:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

“হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের যে অনুগ্রহ করেছি তা স্বরণ করো” [সূরা বাকারা-৪০] বক্তব্য অবধি –ইব্রাহিমের عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ কথা উল্লেখ করার আগ থেকে– (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ..) [সূরা বাকারা-১২২] আয়াত পর্যন্ত।

এটা সুন্নাহতে আরো স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত, যা নির্বোধ মানুষও বুঝতে পারবে।

পরবর্তীতে এটা অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক হয়ে ওঠে! আর ইলম ও ফিকহ, বিদয়াত-ভ্রষ্টতা বলে বিবেচিত হয়! (যারা পথভ্রষ্ট) ওদের উৎকৃষ্টরা হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করে।

অবস্থা এখন এই— যে ইলম আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ তাঁর সৃষ্টির উপর ফরজ করে প্রশংসা করেছেন, যিন্দিক বা পাগল ছাড়া তা কেউ মুখেই আনে না! উলটো যারা এর প্রতি সমালোচনা ও শত্রুতা করে, লেখালেখির মাধ্যমে সতর্ক ও নিষেধ করে ওরাই ফকিহ আলেম!

পঞ্চম নীতি: আল্লাহর سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ বর্ণনা তাঁর আওলীয়া সম্পর্কে, এবং তাদের বেশধারী আল্লাহর শত্রু মুনাফিক ও পাপিষ্ঠদের পৃথকীকরণ। এ বিষয়ে আলে ইমরানের একটি আয়াতই যথেষ্ট। তিনি বলেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন।” [আল ইমরান: ৩১]

তিনি সূরা মায়িদায় আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ তার দ্বীন ত্যাগ করলে অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন আর তারাও তাকে ভালবাসবে।” [মায়িদাহ: ৫৪]

একইভাবে সূরা ইউনুসে বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ — الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“মনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে